গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিল্প মন্ত্রণালয়
আইন অধিশাখা

বিষয়: 'ট্রেডমার্ক (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫' এর খসড়ার উপর অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	মো: ওবায়দুর রহমান সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়
সভার স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ (কক্ষ নং-৩০৬)
তারিখ ও সময়	:	১৮ জুন ২০২৫, সকাল ১০:০০ ঘটিকা
সভায় উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট-'ক'

সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ আরম্ভ করেন। সভাপতি ট্রেডমার্ক আইন, ২০০৯-এর সংশোধনকল্পে উক্ত আইন এর সংশোধিতব্য অংশের উপর ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপনের জন্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব ড. এ, এফ, এম, আমীর হোসেন-কে অনুরোধ করেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে যুগ্মসচিব (আইন) ড. এ, এফ, এম, আমীর হোসেন 'ট্রেডমার্ক (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫' এর খসড়ার প্রেক্ষাপটসহ খসড়া আইনের ধারাসমূহ ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন।

০২। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে 'ট্রেডমার্ক (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫' এর খসড়ার বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

আইনের ধারা	প্রস্তাবিত ট্রেডমার্ক (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
লং টাইটেল	ট্রেডমার্ক আইন, ২০০৯ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন	লং টাইটেল অপরিবর্তিত রাখার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	ট্রেডমার্ক আইন, ২০০৯ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন
প্রস্তাবনা	যেহেতু মাদ্রিদ প্রটোকল স্বাক্ষরের লক্ষ্যে ট্রেডমার্ক আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৯ নং আইন) এবং (সংশোধিত ২০১৫) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:	সভায় ট্রেড ও ট্যারিফ কমিশনের প্রতিনিধি এই আইনের প্রস্তাবনায় 'মাদ্রিদ প্রটোকল স্বাক্ষরের' পরিবর্তে পণ্য ও সেবার ট্রেডমার্ক নিবন্ধন সুরক্ষা প্রদানের ক্ষেত্র অধিকতর যুগোপযোগী ও বিস্তৃতকরণের উদ্দেশ্যে এবং আন্তর্জাতিক বিধি-বিধানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণকরণের লক্ষ্যে ট্রেডমার্ক আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৯ নং আইন) এবং (সংশোধিত ২০১৫) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয় মর্মে মতামত প্রদান করেন।	সভায় আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: যেহেতু পণ্য ও সেবার ট্রেডমার্ক নিবন্ধন সুরক্ষা প্রদানের ক্ষেত্র অধিকতর যুগোপযোগী ও বিস্তৃতকরণের উদ্দেশ্যে এবং আন্তর্জাতিক বিধি-বিধানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণকরণের লক্ষ্যে ট্রেডমার্ক আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৯ নং আইন) এবং (সংশোধিত ২০১৫) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল:
ধারা ১ সংশোধন	সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই আইন ট্রেডমার্ক (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ নামে অভিহিত	সভায় এই আইনের শিরোনাম ও প্রবর্তন বিষয়ে আইন মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত প্রতিনিধি	সভায় আলোচনান্তে বিধানটি নিম্নোক্ত ভাবে পুনর্লিখনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: ১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—

আইনের ধারা	প্রস্তাবিত ট্রেডমার্ক (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
	হইবে; (২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে ও সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।	বর্তমান প্রেক্ষাপটে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৩ অনুসারে অধ্যাদেশ আকারে আইন প্রণয়নের বিষয়ে মতামত উত্থাপন করেন।	(১) এই আইন ট্রেডমার্ক (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ নামে অভিহিত হইবে; (২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে ও সমগ্র বাংলাদেশে প্রবর্তন ও প্রয়োগ করা হইবে।
ধারা ২ এর উপধারা ৩ সংশোধন	আন্তর্জাতিক শ্রেণীবিভাগ' অর্থ World Intellectual Property Organization কর্তৃক গৃহীত শ্রেণীবিভাগ বা NICE Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks অনুসারে আন্তর্জাতিক শ্রেণীবিভাগ এবং WIPO কর্তৃক গৃহীত Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks	সভায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/ সংস্থার প্রতিনিধগণ এই আইন ধারা ২ উপধারা এ (৩) বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের প্রতিনিধির প্রস্তাব অনুযায়ী "আন্তর্জাতিক শ্রেণি বিভাগ" অর্থ World Intellectual Property Organization" এর পর (WIPO) সংযোগ করার সুপারিশ করেন। ডিপিডিটির প্রতিনিধি' আন্তর্জাতিক শ্রেণীবিভাগ' এর সংজ্ঞায়নে বিদ্যমান আইনের বর্তমান কাঠামো অনুসরণ করে NICE Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks এবং Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks সুনির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে বলে জানান।	সভায় আলোচনান্তে বিধানটি নিম্নোক্ত ভাবে পুনর্লিখনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: ২। (৩) "আন্তর্জাতিক শ্রেণীবিভাগ' অর্থ World Intellectual Property Organization (WIPO) কর্তৃক গৃহীত শ্রেণীবিভাগ বা NICE Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks, 1957 অনুসারে পণ্যের আন্তর্জাতিক শ্রেণীবিভাগ এবং WIPO কর্তৃক গৃহীত Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks, 1973 অনুসারে মার্কের আন্তর্জাতিক শ্রেণীবিভাগ;
ধারা ২ এর উপধারা ৭ (গ) সংশোধন	ধারা ২ উপধারা ৭ (গ) এ 'Pure Food Ordinance, 1959' স্থলে 'নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩' এবং Drugs Act, 1940 স্থলে 'ঔষধ ও কসমেটিকস্ আইন, ২০২৩' প্রতিস্থাপিত হইবে।	সভায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/ সংস্থার প্রতিনিধিগণের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ধারা ২ উপধারা ৭ এ (গ) 'Pure Food Ordinance, 1959' এর স্থলে 'নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩' এবং 'Drugs Act, 1940' স্থলে 'ঔষধ ও কসমেটিকস্ আইন, ২০২৩' প্রতিস্থাপন করিবার সুপারিশ করা হয়।	সভায় আলোচনান্তে বিধানটি নিম্নোক্ত ভাবে পুনর্লিখনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: (৭) (গ) কোন পণ্য নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এ সংজ্ঞায়িত খাদ্য বা ঔষধ ও কসমেটিকস্ আইন, ২০২৩ এ সংজ্ঞায়িত ঔষধ হইলে উহার শক্তি, কার্যকারিতা, গুণাগুণ;

আইনের ধারা	প্রস্তাবিত ট্রেডমার্ক (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
ধারা ২ এর উপধারা ১৯ সংশোধন	ট্রেডমার্ক আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৯ নং আইন) এর ধারা ২ এর সংজ্ঞায় উপধারা ১৯ এর পরে উপধারা (ক) ও (খ) নিম্নরূপে সংযোজিত হইবে। ১৯ (ক) 'মাদ্রিদ চুক্তি' (Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, 1891) বলিতে রাষ্ট্র কর্তৃক আন্তর্জাতিক ট্রেডমার্ক নিবন্ধন সম্পর্কিত মাদ্রিদ চুক্তিকে বুঝাইবে যাহা মাদ্রিদে ১৮৯১ সালের ১৪ এপ্রিল গৃহীত ও অতঃপর সংশোধিত হয়; ১৯ (খ) 'মাদ্রিদ প্রোটোকল' (Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of the Marks) এর অর্থ ১৯৮৯ সালের ২৭ জুন মাদ্রিদে গৃহীত আন্তর্জাতিক ট্রেডমার্ক নিবন্ধন সংক্রান্ত মাদ্রিদ চুক্তির সাথে সম্পর্কিত প্রোটোকল যাহা সময়ে সময়ে সংশোধিত।	সভায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধিগণের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯ (ক) ধারা থেকে 'রাষ্ট্র কর্তৃক' অংশ বাদ দেওয়ার সুপারিশ করা হয়। এছাড়া সভায় বাংলাদেশ ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি এটর্নিজ এসোসিয়েশন তাদের লিখিত মতামতে মাদ্রিদ এর বিরোধিতা করিয়া মতামত প্রদান করিলেও সভায় আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তাহারা তাহা প্রত্যাহার করেন।	সভায় আলোচনান্তে বিধানটি নিম্নোক্ত ভাবে পুনর্লিখনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: (১৯) (ক) 'মাদ্রিদ চুক্তি' অর্থ আন্তর্জাতিক ট্রেডমার্ক নিবন্ধন সম্পর্কিত ১৮৯১ সালের ১৪ এপ্রিল গৃহীত ও অতঃপর সংশোধিত মাদ্রিদ চুক্তি (Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, 1891); (১৯) (খ) 'মাদ্রিদ প্রোটোকল' অর্থ ১৯৮৯ সালের ২৭ জুন মাদ্রিদে গৃহীত ও যাহা সময়ে সময়ে সংশোধিত আন্তর্জাতিক ট্রেডমার্ক নিবন্ধন সংক্রান্ত মাদ্রিদ চুক্তির সহিত সম্পর্কিত প্রোটোকল (Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of the Marks, 1989);
ধারা ২ এর উপধারা ২৩ সংশোধন	_'মার্ক' অর্থ কোন ডিভাইস (device), ব্রান্ড (brand), শিরোনাম (heading), লেবেল (label), টিকেট, নাম, স্বাক্ষর, শব্দ, অক্ষর, লোগো, প্রতীক, সংখ্যা, সংখ্যাযুক্ত উপাদান, রং এর সমন্বয় বা এইগুলির যে কোনরূপ সমন্বয় ও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।	সভায় বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের প্রতিনিধি মার্কের সংজ্ঞায় বাংলার পাশাপাশি ইংরেজি শব্দ যোগ করিবার প্রস্তাব করেন এবং আইন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি এই প্রস্তাব যৌক্তিক বলিয়া মতামত প্রদান করেন।	সভায় আলোচনান্তে বিধানটি নিম্নোক্ত ভাবে পুনর্লিখনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: (২৩) 'মার্ক' অর্থ কোন ডিভাইস (Device), ব্র্যান্ড (Brand), শিরোনাম (Heading), লেবেল (Label), টিকেট (Ticket), ব্যক্তি নাম (Personal Name), স্বাক্ষর (Signature), শব্দ (Words), অক্ষর (Letters), লোগো (Logo), প্রতীক (Symbol), সংখ্যা (Numerals), সংখ্যাযুক্ত উপাদান (Figurative Element), রং এর সমন্বয় (Combination of Colour) বা এইগুলির যে কোনরূপ সমন্বয়ও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

আইনের ধারা	প্রস্তাবিত ট্রেডমার্ক (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
ধারা ৩ এর সংশোধন	(ক) বাংলাদেশ শিল্প নকশা আইন, ২০২৩ অতঃপর এই ধারায় উক্ত "আইন" বলিয়া উল্লিখিত এর অধীন প্রতিষ্ঠিত পেটেন্ট, শিল্প নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর এর ট্রেডমার্কস ইউনিট ট্রেডমার্কস রেজিস্ট্রি হইবে; (খ) ট্রেডমার্কস রেজিস্ট্রিতে একজন নিবন্ধক থাকিবেন যিনি মহাপরিচালক নামে অভিহিত হইবেন এবং উক্ত আইনের অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত মহাপরিচালক পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস ট্রেডমার্ক নিবন্ধক হইবেন। (২) ট্রেডমার্ক নিবন্ধনের সুবিধার্থে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ট্রেডমার্কস রেজিস্ট্রির এক বা একাধিক শাখা অফিস স্থাপন করিতে পারিবে। (৩) ট্রেডমার্কস রেজিস্ট্রি বা উহার শাখা অফিস, ট্রেডমার্ক নিবন্ধনসহ ট্রেডমার্ক সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যাবলী পরিচালনা করিবে। (৪)সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ট্রেডমার্কস রেজিস্ট্রিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরিচালক নিয়োগ করিতে পারিবে। (৫) উপনিবন্ধক এই আইনের অধীন নিবন্ধকের তত্ত্বাবধানে নিবন্ধন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য-সম্পাদন করিবেন। (৬) নিবন্ধক, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, উহার যে কোনো ক্ষমতা বা দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট শর্তে উপ-নিবন্ধকসহ তাহার অধঃস্তন কোনো কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবেন।	সভায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধিগণের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে উপানুচ্ছেদ (১) উল্লেখ করিবার বিষয়ে সুপারিশ করা হয়। এছাড়া বাণিজ্য মন্ত্রণালয়য়ের লিখিত মতামত অনুসারে অফিস সম্পূর্ণ অটোমোশন প্রক্রিয়া চালু হওয়া সাপেক্ষে শাখা অফিস সংক্রান্ত বিধান না রাখিবার বিষয়ে সুপারিশ করা হয় । এছাড়া বাংলাদেশ শিল্প-নকশা আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩(৫) এ অধিদপ্তরের আঞ্চলিক কার্যালয় ও শাখা কার্যালয় স্থাপনের বিষয়ে বিধান আছে, তাই ট্রেডমার্কস ইউনিট এর জন্য আলাদা শাখা অফিসের বিধান রাখিবার প্রয়োজন নেই মর্মে আলোচনা হয়।	সভায় আলোচনান্তে বিধানটি নিম্নোক্ত ভাবে পুনর্লিখনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: **ট্রেডমার্কস মহাপরিচালক, ট্রেডমার্কস রেজিস্ট্রি, ইত্যাদি** ৩) ১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে- (ক) বাংলাদেশ শিল্প-নকশা আইন, ২০২৩ অতঃপর এই ধারায় উক্ত "আইন" বলিয়া উল্লিখিত এর অধীন প্রতিষ্ঠিত পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের ট্রেডমার্কস ইউনিট ট্রেডমার্কস রেজিস্ট্রি হিসেবে গণ্য হইবে; (খ) ট্রেডমার্কস রেজিস্ট্রিতে একজন নিবন্ধক থাকিবেন, যিনি মহাপরিচালক নামে অভিহিত হইবেন এবং পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্ক নিবন্ধক হইবেন; (২) ট্রেডমার্ক নিবন্ধনের সুবিধার্থে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ট্রেডমার্কস রেজিস্ট্রির এক বা একাধিক শাখা অফিস স্থাপন করিতে পারিবে; (৩) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ট্রেডমার্কস নিবন্ধনে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরিচালক নিয়োগ করিতে পারিবে; (৪) পরিচালক এই আইনের অধীন মহাপরিচালকের তত্ত্বাবধায়নে নিবন্ধন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য-সম্পাদন করিবেন; (৫) মহাপরিচালক, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, উহার যে কোনো ক্ষমতা বা দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট শর্তে পরিচালকসহ তাহার অধঃস্তন কোনো কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবেন; (৬) বিদ্যমান ট্রেডমার্ক আইন, ২০০৯ এর যেই সকল স্থানে নিবন্ধক ও উপ-নিবন্ধক শব্দের উল্লেখ রহিয়াছে সেইগুলো যথাক্রমে মহাপরিচালক এবং পরিচালক শব্দদ্বয় দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইবে।

আইনের ধারা	প্রস্তাবিত ট্রেডমার্ক (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
ধারা ১৫ এর উপধারা ২ এর সংশোধন	নির্ধারিত শ্রেণীর বা শ্রেণীসমূহের পণ্য বা সেবার জন্য একক বা পৃথক আবেদন করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপে প্রাপ্ত আবেদনপত্র প্রাপ্তির ক্রমানুসারে বিবেচিত হইবে। ১৫ (৩) উপ-ধারা (১)এর অধীন প্রত্যেকটি আবেদন বাংলাদেশের যে এলাকায় আবেদনকারীর ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয় অবস্থিত সে এলাকায় অবস্থিত অধিদপ্তর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জেলা/বিভাগীয় অফিস না থাকিলে প্রধান কার্যালয়) অথবা যৌথ আবেদনকারীর ক্ষেত্রে, আবেদনপত্রে উল্লিখিত প্রথম আবেদনকারীর ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয় সে এলাকায় অবস্থিত অধিদপ্তরে (অধিদপ্তরের জেলা/বিভাগীয় অফিস না থাকিলে প্রধান কার্যালয়) আবেদন দাখিল করিতে হইবে।	সভায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হইতে প্রাপ্ত লিখিত মতামতের ভিত্তিতে 'ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতেও আবেদন গ্রহণ করা যাইবে' মর্মে যোগ করিবার বিষয়ে আলোচনা হয়।	সভায় আলোচনান্তে বিধানটি নিম্নোক্ত ভাবে পুনর্লিখনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: **১৫।** (২) নির্ধারিত শ্রেণীর বা শ্রেণীসমূহের পণ্য বা সেবার জন্য একক বা পৃথক আবেদন করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপে প্রাপ্ত আবেদনপত্র প্রাপ্তির ক্রমানুসারে বিবেচিত হইবে। (৩)- উপ-ধারা (১)এর অধীন প্রত্যেকটি আবেদন বাংলাদেশের যে এলাকায় আবেদনকারীর ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয় অবস্থিত সে এলাকায় অবস্থিত অধিদপ্তর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জেলা/ বিভাগীয় অফিস না থাকিলে প্রধান কার্যালয়ে) অথবা যৌথ আবেদনকারীর ক্ষেত্রে, আবেদনপত্রে উল্লিখিত প্রথম আবেদনকারীর ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয় অবস্থিত সে এলাকায় অবস্থিত অধিদপ্তরে (অধিদপ্তরের জেলা/বিভাগীয় অফিস না থাকিলে প্রধান কার্যালয়ে) আবেদন সরাসরি বা ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে দাখিল করিতে হইবে।
ধারা ১৭ এর সংশোধন	**আবেদন গ্রহণের বিজ্ঞপ্তি (Advertisement) জারী** ১৭।(১) কোন আবেদন, শর্তবিহীনভাবে অথবা শর্তযুক্ত বা সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে, গৃহীত হইলে মহাপরিচালক আবেদন গ্রহণের পর অবিলম্বে উহার শর্ত বা সীমাবদ্ধতা উল্লেখপূর্বক, মুদ্রিত আকারে বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে বা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিধিদ্বারা নির্ধারিত সংখ্যক আবেদনের বিজ্ঞপ্তি জারী করিবেন : (২)(খ) বিজ্ঞপ্তি জারীর পর যদি উহার কোন ভুল শুদ্ধ করা হয় বা ধারা ১৯ এর অধীন সংশোধনের অনুমতি প্রদান করা হয়, তাহা হইলে, মহাপরিচালক উক্ত আবেদনটি ভুল শুদ্ধকরণ বা সংশোধনের বিষয়ে, উপধারা (১) এ নির্ধারিত পদ্ধতিতে,		সভায় আলোচনান্তে বিধানটি নিম্নোক্ত ভাবে পুনর্লিখনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: ১৭। (১) কোন আবেদন, শর্তহীনভাবে অথবা শর্তযুক্ত বা সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে, গৃহীত হইলে মহাপরিচালক আবেদন গ্রহণের পর অবিলম্বে উহার শর্ত বা সীমাবদ্ধতা উল্লেখপূর্বক, মুদ্রিত আকারে বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে বা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিধিদ্বারা নির্ধারিত সংখ্যক আবেদনের বিজ্ঞপ্তি জারি করিবেন; তবে শর্ত থাকে যে, (২)(খ) বিজ্ঞপ্তি জারির পর উহার কোন ভুল শুদ্ধ করা হইলে বা ধারা ১৯ এর অধীন সংশোধনের অনুমতি প্রদান করা হইলে, মহাপরিচালক উক্ত আবেদনটির ভুল শুদ্ধকরণ বা সংশোধনের বিষয়ে, উপধারা (১) এ

আইনের ধারা	প্রস্তাবিত ট্রেডমার্ক (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
	পুনরায় বিজ্ঞপ্তি জারী করিতে পারিবেন।		উল্লিখিত নির্ধারিত পদ্ধতিতে, পুনরায় বিজ্ঞপ্তি জারি করিতে পারিবেন।
ধারা ১৯ এর সংশোধন	নিবন্ধক যেইরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেইরূপ শর্তে, ধারা ১৫ এর অধীন নিবন্ধনের আবেদন গ্রহণের পূর্বে বা পরে আবেদনের কোন ভুল শুদ্ধ করিবার, অথবা ধারা ১৭ এর অধীন বিজ্ঞপ্তি জারি পর উহার কোনও ভুল শুদ্ধ করিবার,অথবা ধারা ১৮ এর অধীন দাখিলকৃত বিরোধিতার নোটিশ বা পাল্টা বিবৃতিতে যদি কোন ভুল থাকে, উহা সংশোধনের, অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।		সভায় আলোচনান্তে বিধানটি নিম্নোক্ত ভাবে পুনর্লিখনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: ১৯। মহাপরিচালক যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ শর্তে, ধারা ১৫ এর অধীন নিবন্ধনের আবেদন গ্রহণের পূর্বে বা পরে আবেদনের কোন ভুল বা ত্রুটি, অথবা ধারা ১৭ এর অধীন বিজ্ঞপ্তি জারির পর উহার কোন ভুল বা ত্রুটি অথবা ধারা ১৮ এর অধীন দাখিলকৃত বিরোধিতার নোটিশ বা পাল্টা বিবৃতিতে যদি কোন ভুল বা ত্রুটি থাকে, উহা সংশোধনের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।
ধারা ২০ এর সংশোধন	২০০৯ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ২০ এর সংশোধন।— ২০ (৩)- ট্রেডমার্ক নিবন্ধনের আবেদনে কোন ত্রুটি না থাকিলে, অথবা নিবন্ধন সম্পর্কিত কোন বিরোধিতা বা আপত্তি না থাকিলে, আবেদনকারী কর্তৃক নিবন্ধনের শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে, সংশ্লিষ্ট আবেদনপত্র দাখিলের ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) কার্যদিবসের মধ্যে উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত নিবন্ধন সনদ প্রদান করিতে হইবে। ২০ (৫)-নিবন্ধন বহি অথবা সনদপত্রে কোন করণিক ত্রুটি বা সুস্পষ্ট ভুল থাকিলে নিবন্ধক উহা ধারা ১৯ এর অধীন সংশোধন করিতে পারিবেন।		সভায় আলোচনান্তে বিধানটি নিম্নোক্ত ভাবে পুনর্লিখনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: ২০ (৩)- ট্রেডমার্ক নিবন্ধনের আবেদনে কোন ত্রুটি না থাকিলে, অথবা নিবন্ধন সম্পর্কিত কোন বিরোধিতা বা আপত্তি না থাকিলে, আবেদনকারী কর্তৃক নিবন্ধনের শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে, সংশ্লিষ্ট আবেদনপত্র দাখিলের ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) কার্যদিবসের মধ্যে উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত নিবন্ধন সনদ প্রদান করিতে হইবে।
ধারা ২২ এর সংশোধন	ট্রেডমার্ক আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৯ নং আইন) এর ধারা ২২ এর উপধারা ১ এ উল্লিখিত '৭(সাত)' সংখ্যা, শব্দ ও বন্ধনীর পরিবর্তে '১০(দশ)' সংখ্যা, শব্দ ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।	সভায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/ সংস্থার প্রতিনিধিগণের আলোচনার প্রেক্ষিতে মাদ্রিদ প্রোটোকল এর বিধান অনুসারে ১০ বছর করার বিধান অপরিবর্তিত রাখিবার সুপারিশ করা হয়।	সভায় আলোচনান্তে বিধানটি অপরিবর্তিত রাখিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: ২২। (১) কোন ট্রেডমার্ক নিবন্ধনের মেয়াদ হইবে ১০ (দশ) বৎসর, তবে উক্ত মেয়াদ এই ধারার বিধান অনুসারে নবায়নযোগ্য হইবে।

আইনের ধারা	প্রস্তাবিত ট্রেডমার্ক (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
ধারা ২৭ এর উপধারা সংযোজন	ট্রেডমার্ক পণ্যের সমান্তরাল আমদানি (Parallel Importation)।- (১)বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বিলোপ নীতি (International Exhaustion) প্রযোজ্য হইবে। (২) কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কোনো দেশের বাজারে উপস্থাপিত ট্রেডমার্ক নিবন্ধিত পণ্যের সমান্তরাল আমদানি বাংলাদেশে ট্রেডমার্কের লঙ্ঘন বলিয়া বিবেচিত হইবে না।	সমান্তরাল আমদানি (Parallel Importation) সুবিধা ও অসুবিধা বিষয়ে সভায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধিগণ আলোচনা করেন। উক্ত আলোচনায় সমান্তরাল আমদানি (Parallel Importation) বিষয়ে প্রাসঙ্গিকতা থাকায় ধারাটি অপরিবর্তিত রাখিবার সুপারিশ করা হয়।	সভায় আলোচনান্তে বিধানটি অপরিবর্তিত রাখিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: ২৭। (৩)(ক) বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বিলোপ নীতি (International Exhaustion) প্রযোজ্য হইবে। (খ) কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কোনো দেশের বাজারে উপস্থাপিত নিবন্ধিত ট্রেডমার্ক পণ্যের সমান্তরাল আমদানি বাংলাদেশে ট্রেডমার্কের লঙ্ঘন বলিয়া বিবেচিত হইবে না।
ধারা ২৯ এর সংশোধন	ধারা ৩২ এবং ধারা ৪২ এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, ধারা ৫১ এর অধীন দাখিলকৃত আবেদনসহ নিবন্ধন বহিতে নিবন্ধিত ট্রেডমার্ক সংক্রান্ত সকল আইনগত কার্যধারায়, ট্রেডমার্কের মূল নিবন্ধনের তারিখ হইতে ১০ (দশ) বৎসর অতিবাহিত হইবার পর সকল ক্ষেত্রে উহা বৈধ বলিয়া গণ্য হইবে।	সভায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধিগণের আলোচনার প্রেক্ষিতে মাদ্রিদ প্রোটকল এর বিধান অনুসারে ১০ বছর করিবার এবং বাংলাদেশ ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি এটর্নিজ এসোসিয়েশন এর সুপারিশকৃত প্রস্তাবটি ধারা ৫১ এর আলোচিত বিষয় সংশ্লিষ্ট হওয়ায় এই সংশ্লিষ্ট সংশোধন ধারা ৫১ এ আনয়নের সুপারিশ করা হয়।	সভায় আলোচনান্তে বিধানটি অপরিবর্তিত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ ২৯। ধারা ৩২ এবং ধারা ৪২ এর বিধানাবলী সাপেক্ষে, ধারা ৫১ এর অধীন দাখিলকৃত আবেদনসহ নিবন্ধন বহিতে নিবন্ধিত ট্রেডমার্ক সংক্রান্ত সকল আইনগত কার্যধারায়, ট্রেডমার্কের মূল নিবন্ধনের তারিখ হইতে ১০ (দশ) বৎসর অতিবাহিত হইবার পর সকল ক্ষেত্রে উহা বৈধ বলিয়া গণ্য হইবে।
মাদ্রিদ প্রোটোকল ও ট্রেডমার্ক সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহে যোগদান বিষয়ে নতুন অধ্যায় অন্তর্ভুক্তিকরণ	মূল আইনের 'চতুর্থ' এর পরে 'চতুর্থ (ক) অধ্যায়', নিম্নরূপে অন্তর্ভুক্ত হইবে।	সভায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধিগণের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বে বিষয়টি আলোচিত হওয়ার কারণে বর্তমান সিদ্ধান্ত বহাল রাখিবার সুপারিশ করা হয়।	সভায় আলোচনান্তে বিধানটি অপরিবর্তিত রাখিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: মূল আইনের 'চতুর্থ' এর পরে 'চতুর্থ (ক) অধ্যায়', নিম্নরূপে অন্তর্ভুক্ত হইবে।
চতুর্থ (ক) অধ্যায়- মাদ্রিদ প্রোটোকল ও ট্রেডমার্ক সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহে যোগদানের	৩২ (ক) মাদ্রিদ প্রোটোকলের অধীনে আন্তর্জাতিক নিবন্ধনের ক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগ।—(১) ট্রেডমার্ক এর আন্তর্জাতিক আবেদন ও নিবন্ধনের ক্ষেত্রে মাদ্রিদ প্রটোকল-১৯৮৯ এর বিধানাবলী অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালিত হইবে ; (২) মাদ্রিদ প্রটোকল-১৯৮৯ এর সময়ে সময়ে সংশোধিত বিধানসমূহ	সভায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধিগণের আলোচনার প্রেক্ষিতে পূর্বে বিষয়টি আলোচিত হওয়ার কারণে বর্তমান সিদ্ধান্ত বহাল রাখিবার সুপারিশ করা হয়।	সভায় আলোচনান্তে বিধানটি অপরিবর্তিত রাখিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: **চতুর্থ (ক) অধ্যায়** **মাদ্রিদ প্রোটোকল ও ট্রেডমার্ক সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহে যোগদানের উদ্দেশ্যে বিশেষ বিধানসমূহ** **মাদ্রিদ প্রোটোকলের অধীনে**

আইনের ধারা	প্রস্তাবিত ট্রেডমার্ক (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
উদ্দেশ্যে বিশেষ বিধানসমূহ	এই আইনের অধীন ট্রেডমার্কের আন্তর্জাতিক আবেদন ও নিবন্ধনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে ; (৩) ট্রেডমার্ক সংক্রান্তআন্তর্জাতিক চুক্তির (Treaties) প্রয়োগ - ট্রেডমার্ক সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তির, যেখানে বাংলাদেশ পক্ষভুক্ত বা পক্ষভুক্ত হইবে, সেই চুক্তির বিধানসমূহ এই আইনের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।		**আন্তর্জাতিক নিবন্ধনের ক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগ** ৩২ক। (১) ট্রেডমার্ক এর আন্তর্জাতিক আবেদন ও নিবন্ধনের ক্ষেত্রে মাদ্রিদ প্রটোকল-১৯৮৯ এর বিধানাবলী প্রয়োজনীয় অভিযোজন (Mutatis Mutandis) সহকারে প্রযোজ্য হইবে এবং এ বিধানাবলী অনুযায়ী ট্রেডমার্ক এর আন্তর্জাতিক আবেদন ও নিবন্ধনের কার্যক্রমও পরিচালিত হইবে ; তবে শর্ত থাকে যে, উহা এই আইন ও বিধি এর অধীন গৃহীত কার্যধারার বা ব্যবস্থার অতিরিক্ত হইবে এবং উক্তরুপ ব্যবস্থাকে ক্ষুন্ন করিবে না। (২) মাদ্রিদ প্রটোকল-১৯৮৯ এর সময়ে সময়ে সংশোধিত বিধানসমূহ ও প্রয়োজনীয় অভিযোজন (Mutatis Mutandis) সহকারে এই আইনের অধীন ট্রেডমার্কের আন্তর্জাতিক আবেদন ও নিবন্ধনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে; (৩) বাংলাদেশ যে সকল ট্রেডমার্ক সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তির পক্ষভুক্ত বা পক্ষভুক্ত হইবে, সেই চুক্তির বিধানসমূহ এই আইনের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে। (৪) মাদ্রিদ প্রটোকল প্রয়োগের লক্ষ্যে প্রণীত বিধানাবলী ট্রেডমার্ক বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত হইবে।
ধারা ৫১ এর উপধারা ১	কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, হাইকোর্ট বিভাগে বা নিবন্ধকের নিকট আবেদন করিলে, ট্রাইব্যুনাল, নিবন্ধন বহিতে লিপিবদ্ধ কোন শর্ত লঙ্ঘন বা শর্ত পালনে ব্যর্থতার কারণে, নিবন্ধিত ট্রেডমার্কের নিবন্ধন বাতিল বা পরিবর্তন করিবার জন্য উপযুক্ত আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।	সভায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/ সংস্থার প্রতিনিধিগণের আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতারণার মূলক ভাবে, অসাধু উপায়ে, অসৎ উদ্দেশে নিবন্ধিত ট্রেডমার্কস বাতিলের বা পরিবর্তনের বিধান অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রস্তাব করা হয়।	সভায় আলোচনান্তে বিধানটি নিম্নোক্ত ভাবে পুনর্লিখনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: ৫১। (১) কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, হাইকোর্ট বিভাগে বা মহাপরিচালকের নিকট আবেদন করিলে, ট্রাইব্যুনাল, নিবন্ধন বহিতে লিপিবদ্ধ কোন শর্ত লঙ্ঘন বা শর্ত পালনে ব্যর্থতার কারণে অথবা প্রতারণামূলকভাবে, অসদুপায়ে বা অসৎ উদ্দেশ্যে নিবন্ধন লাভ করিয়াছে মর্মে প্রতীয়মান হইলে নিবন্ধিত ট্রেডমার্কের নিবন্ধন বাতিল বা

আইনের ধারা	প্রস্তাবিত ট্রেডমার্ক (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
			পরিবর্তন করিবার জন্য উপযুক্ত আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।
অধ্যায় ৯ বাতিল	মূল আইনের অধ্যায় ৯ (বস্ত্র পণ্য সংক্রান্ত বিশেষ বিধান) বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।	সভায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধিগণের আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রাসঙ্গিকতা না থাকিবার কারণে বিদ্যমান সিদ্ধান্ত বহাল রাখিবার সুপারিশ করা হয়।	সভায় আলোচনান্তে বিধানটি অপরিবর্তিত রাখিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ নবম অধ্যায় বিলুপ্ত হইবে।
ধারা ৭৫ বাতিল	মূল আইনের ধারা ৭৫ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।	সভায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধিগণের আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রাসঙ্গিকতা না থাকার কারণে বিদ্যমান সিদ্ধান্ত বহাল রাখিবার সুপারিশ করা হয়।	সভায় আলোচনান্তে বিধানটি অপরিবর্তিত রাখিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: ধারা ৭৫ বিলুপ্ত হইবে।
ধারা ৭৯(১) এর সংশোধন	**৭৯। পণ্য বাজেয়াপ্তি ইত্যাদি।-** (১) যদি কোন ব্যক্তি ধারা ৭৩ বা ধারা ৭৪ এর অধীন দোষী সাব্যস্ত হন অথবা ধারা ৭৩ এর অধীন প্রতারণা করিবার উদ্দেশ্যে কাজ করেন নাই বলিয়া প্রমাণিত হইবার পর অপরাধ হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত হন, অথবা ধারা ৭৪ (১) এর দফা (ক), (খ) এবং (গ) এ উল্লিখিত বিষয়াদি সম্পর্কে প্রমাণ করিয়া অব্যাহতিপ্রাপ্ত হন, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট আদালত, যে সকল পণ্য বা বস্তু সংক্রান্ত অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে, সে সকল পণ্য বা বস্তু সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।	ট্রিপস চুক্তির অনুচ্ছেদ ৬১ এর সাথে সামঞ্জস্য বিধান করিবার লক্ষ্যে আলোচ্য ধারাটি সংশোধন করিবার প্রস্তাব করা হয়।	সভায় আলোচনান্তে বিধানটি নিম্নোক্ত ভাবে পুনর্লিখনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: ৭৯। (১) যদি কোন ব্যক্তি ধারা ৭৩ বা ধারা ৭৪ এর অধীন দোষী সাব্যস্ত হন অথবা ধারা ৭৩ এর অধীন প্রতারণা করিবার উদ্দেশ্যে কাজ করেন নাই বলিয়া প্রমাণিত হইবার পর অপরাধ হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত হন, অথবা ধারা ৭৪ (১) এর দফা (ক), (খ) এবং (গ) এ উল্লিখিত বিষয়াদি সম্পর্কে প্রমাণ করিয়া অব্যাহতিপ্রাপ্ত হন, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট আদালত, যে সকল পণ্য বা বস্তু সংক্রান্ত অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে এবং উপকরণ ও সরঞ্জাম যা জালকরণ ও নকলীকরণে ব্যবহৃত হইয়াছে, সে সকল পণ্য, বস্তু, উপকরণ, সরঞ্জামাদি এবং দলিলাদি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত বা ধ্বংস করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে। অধিকন্তু সংশ্লিষ্ট আদালত লঙ্ঘন জনিত কারণে কোন পণ্য বাণিজ্য চ্যানেল এর বাহিরে নিস্পত্তি বা ধ্বংস (স্বত্বাধিকারীর কোন অধিকার ক্ষুণ্ন না করে) করিবার আদেশ দিতে পারিবেন।
ধারা ৮৩ক সংযোজন	**মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর প্রয়োগ** ৮৩ক । আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না	সভায় আইন মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত প্রতিনিধি 'মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯' প্রয়োগ করিবার পূর্বে তফসিলভুক্ত	সভায় আলোচনান্তে বিধানটি নিম্নোক্ত ভাবে পুনর্লিখনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: ৮৩ক। আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন,

আইনের ধারা	প্রস্তাবিত ট্রেডমার্ক (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
	কেন, এই আইনে বর্ণিত কতিপয় অপরাধসমূহ মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯-এর অধীন বিচার্য হইবে।	করিবার বিষয়ে পরামর্শ দেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত প্রতিনিধি মেধাস্বত্ব কে 'Highly Technical' উল্লেখ করিয়া এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক মান অনুসরণ করিয়া বিষয় সংশ্লিষ্ট দক্ষ ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করিবার সুপারিশ করেন। এছাড়াও, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক লিখিত প্রস্তাবনাটি; 'আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনে বর্ণিত অপরাধ সমূহ মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ - এর অধীন বিচার্য হইবে, তবে কাস্টমস আইন, ২০২৩ এর ধারা ৮ দ্বারা ঘোষিত কাস্টমস বন্দর, কাস্টমস বিমান বন্দর এবং ধারা ৯ দ্বারা অনুমোদিত পণ্য অবতরণের স্থান এবং নির্ধারিত কাস্টমস স্টেশনের সীমানা ব্যতীত' আলোচিত হয়।	এই আইনে বর্ণিত কতিপয় অপরাধসমূহ মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯-এর অধীন বিচার্য হইবে।
ধারা ৮৪ এর সংশোধন	মূল আইনের ধারা ৮৪ Customs Act, 1969 (Act IV of 1969) এর Section 15 এর পরিবর্তে 'কাস্টমস আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৭' দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইবে।	সভায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/ সংস্থার প্রতিনিধিগণের আলোচনার প্রেক্ষিতে Customs Act, 1969 (Act IV of 1969) এর রহিত হওয়ার কারণে 'কাস্টমস আইন, ২০২৩' এর প্রাসঙ্গিক ধারা প্রতিস্থাপন করিবার সুপারিশ করা হয়।	সভায় আলোচনান্তে বিধানটি অপরিবর্তিত রাখিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: ৮৪। সমুদ্রপথে বাংলাদেশে পণ্য আনয়ন করা হইলে অথবা কাস্টমস আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৭ এর অধীন সংঘটিত কোন অপরাধের জন্য উল্লিখিত পণ্য সম্পর্কে কোন অভিযোগ দায়ের করা হইলে, উক্ত পণ্য যেই দেশে বা যেই স্থানে প্রস্তুত করা হইয়াছে সেই বিষয়ে পণ্য জাহাজীকরণ বন্দর কর্তৃক প্রদত্ত পণ্য জাহাজীকরণ সংক্রান্ত কাগজপত্র প্রাথমিক প্রমাণ হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে।
ধারা ৮৭ এর সংশোধন	মূল আইনের ধারা ৮৭ এ 'অধ্যাদেশের' শব্দটি 'আইনের' দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইবে।	সভায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/ সংস্থার প্রতিনিধিগণের আলোচনার প্রেক্ষিতে পূর্বে আলোচিত হওয়ার কারণে বর্তমান সিদ্ধান্ত বহাল রাখিবার	সভায় আলোচনান্তে বিধানটি অপরিবর্তিত রাখিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: ৮৭। এই আইনের বিধান প্রয়োগ করিবার দায়িত্বে নিয়োজিত কোন

আইনের ধারা	প্রস্তাবিত ট্রেডমার্ক (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
		সুপারিশ করা হয়।	সরকারি কর্মকর্তাকে এই আইনের অধীন অপরাধ সংঘটিত হইবার তথ্য কোথায় হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন, উহা আদালতে সরবরাহ করিতে বাধ্য করা যাইবে না।
ধারা ৯১ক সংযোজন	এই আইনের অধীন ট্রেডমার্ক লঙ্ঘন জনিত বা ট্রেডমার্ক নকল সংক্রান্ত কোন অপরাধের ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বা তাহার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ট্রেডমার্ক ইউনিটের কোন কর্মকর্তা এই আইনের দশম অধ্যায় এ বর্ণিত কোন অপরাধ সংঘটিত হইয়া থাকিলে দোষী ব্যক্তির বিরুদ্ধে জরিমানা আরোপ, নকল ট্রেডমার্ক যুক্ত মালামাল জব্দ, ব্যবসায়িক কার্যক্রম সাময়িক বা স্থায়ীভাবে স্থগিতকরণ সম্পর্কিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন। (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রশাসনিক ব্যবস্থায় জরিমানা আরোপের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য এই আইনের অধীন সর্বোচ্চ যে অর্থদন্ড রহিয়াছে উহার অতিরিক্ত অর্থদন্ড আরোপ করা যাইবে না। (৩) উপ-ধার (১) ও (২) এর অধীন প্রশাসনিক ব্যবস্থায় আরোপিত কোন জরিমানার ক্ষেত্রে অনাদায়ে কারাদন্ড আরোপ করা যাইবে না। (৪) এই ধারার অধীন আরোপিত জরিমানা দোষী ব্যক্তি স্বেচ্ছায় অনূর্ধ্ব ৭ (সাত) কার্য দিবসের মধ্যে প্রদান করিবেন। (৫) উপ-ধারা (৪) এর বিধান মতে আরোপিত জরিমানা দোষী ব্যক্তি স্বেচ্ছায় প্রদান না করিলে দন্ড আরোপকারী কর্তৃপক্ষ ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৩৮৬ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী ক্রোক ও বিক্রয়ের মাধ্যমে জরিমানার উক্ত অর্থ আদায় করিতে পারিবেন এবং আরোপিত জরিমানার ২৫ শতাংশ পরিমাণ অতিরিক্ত অর্থ খরচ বাবদ আদায় করিতে পারিবেন।	সভায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/ সংস্থার প্রতিনিধগণ 'আরোপিত জরিমানার ২৫ শতাংশ পরিমাণ অতিরিক্ত অর্থ খরচ বাবদ আদায়' এর বিধান বাদ দেওয়ার বিষয়ে আলোচনা করেন।	সভায় আলোচনান্তে বিধানটি পুনঃবিবেচনা করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ **মহাপরিচালক কর্তৃক গৃহীতব্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা** ৯১ক। (১) এই আইনের অধীন ট্রেডমার্ক লঙ্ঘনজনিত বা ট্রেডমার্ক নকল সংক্রান্ত কোন অপরাধের ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বা তাহার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ট্রেডমার্ক ইউনিটের কোন কর্মকর্তা এই আইনের দশম অধ্যায় এ বর্ণিত কোন অপরাধ সংঘটিত হইয়া থাকিলে দোষী ব্যক্তির বিরুদ্ধে জরিমানা আরোপ, নকল ট্রেডমার্কযুক্ত মালামাল জব্দ, ব্যবসায়িক কার্যক্রম সাময়িক বা স্থায়ীভাবে স্থগিতকরণ সম্পর্কিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন। (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রশাসনিক ব্যবস্থায় জরিমানা আরোপের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য এই আইনের অধীন সর্বোচ্চ যে অর্থদন্ড রহিয়াছে উহার অতিরিক্ত অর্থদন্ড আরোপ করা যাইবে না। (৩) উপ-ধার (১) ও (২) এর অধীন প্রশাসনিক ব্যবস্থায় আরোপিত কোন জরিমানার ক্ষেত্রে অনাদায়ে কারাদন্ড আরোপ করা যাইবে না। (৪) এই ধারার অধীন আরোপিত জরিমানা দোষী ব্যক্তি স্বেচ্ছায় অনূর্ধ্ব ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে প্রদান করিবেন। (৫) উপ-ধারা (৪) এর বিধানমতে আরোপিত জরিমানা দোষী ব্যক্তি স্বেচ্ছায় প্রদান না করিলে দন্ড আরোপকারী কর্তৃপক্ষ ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৩৮৬ এর উপ-ধারা

আইনের ধারা	প্রস্তাবিত ট্রেডমার্ক (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
			(১) এর দফা (ক) এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী ক্রোক ও বিক্রয়ের মাধ্যমে জরিমানার উক্ত অর্থ আদায় করিতে পারিবেন এবং আরোপিত জরিমানার ২৫ শতাংশ পরিমাণ অতিরিক্ত অর্থ খরচ বাবদ আদায় করিতে পারিবেন।
ধারা ৯৩ এর উপধারা (১) সংশোধন	সংশ্লিষ্ট কোন পক্ষের নির্ধারিত পদ্ধতিতে আবেদনের প্রেক্ষিতে, কোন কার্যধারা নিষ্পত্তির জন্য সময় বর্ধিত করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে বিবেচনায় নিবন্ধক, মামলার খরচ বা অন্য কোন শর্ত আরোপসাপেক্ষে, প্রয়োজনীয় সময় (অনুর্ধ ৯০ দিন) বর্ধিত করিতে পারিবেন, উক্তরুপে কোন সময় বর্ধিত করা হইলে তৎসম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে এবং পক্ষগণকে নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।	সভায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ দপ্তর/ সংস্থার প্রতিনিধিগণ কতৃক সময় বর্ধিতকরণের বিষয়টি আলোচিত হয়। প্রস্তাবিত বিধানটি বহাল রাখিবার বিষয়ে সুপারিশ করা হয়।	সভায় আলোচনান্তে বিধানটি অপরিবর্তিত রাখিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: ৯৩। (১) সংশ্লিষ্ট কোন পক্ষের নির্ধারিত পদ্ধতিতে আবেদনের প্রেক্ষিতে, কোন কার্যধারা নিষ্পত্তির জন্য সময় বর্ধিত করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে বিবেচনায় মহাপরিচালক, মামলার খরচ বা অন্য কোন শর্ত আরোপ সাপেক্ষে, প্রয়োজনীয় সময় (অনূর্ধ্ব ৯০ কার্যদিবস) বর্ধিত করিতে পারিবেন, উক্তরূপে কোন সময় বর্ধিত করা হইলে তৎসম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে নোটিশ প্রদান করিতে হইবে: তবে শর্ত থাকে যে, এই আইন বা বিধিতে কার্য-নিষ্পত্তির সময়সীমা নির্ধারিত থাকিলে, উক্ত সময়সীমা বৃদ্ধি করা যাইবে না।
ধারা ৯৬ এর সংশোধন	মূল আইনের ধারা ৯৬ এ "নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে জেলা জজ আদালতের অধঃস্তন কোন আদালতে কোন মামলা দায়ের করা যাইবেনা" বাক্যটির স্থলে "নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে জেলা আদালতে মামলা দায়ের করা যাইবে" বাক্যটি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইবে।	সভায় জেলা জজ আদালতের ব্যাখ্যা বিভিন্ন আইন অনুযায়ী মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধি কতৃক আলোচিত হয়।	সভায় আলোচনান্তে বিধানটি অপরিবর্তিত রাখিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: ৯৬। নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে জেলা জজ আদালতে মামলা দায়ের করা যাইবে - (ক) কোন নিবন্ধিত ট্রেডমার্কের লঙ্ঘন; (খ) নিবন্ধিত ট্রেডমার্ক সংশ্লিষ্ট কোন অধিকার; (গ) নিবন্ধিত ট্রেডমার্কের সংশোধিত কোন অধিকার; এবং (ঘ) সাদৃশ্যপূর্ণ বা প্রতারণামূলকভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ কোন ট্রেডমার্ক, নিবন্ধিত হউক বা না হউক, অন্য স্বত্বাধিকারীর ট্রেডমার্ক নিজের বলে চালাইয়া দেওয়া।

আইনের ধারা	প্রস্তাবিত ট্রেডমার্ক (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
ধারা ৯৭ সংশোধন	৯৭। (১) ধারা ৯৬ এ বর্ণিত ট্রেডমার্ক লঙ্ঘন বা ট্রেডমার্ক চালাইয়া দেয়া সংক্রান্ত মামলায় আদালত প্রতিকার হিসাবে নিষেধাজ্ঞা এবং বাদীর অভিপ্রায় অনুসারে ক্ষতিপূরণ বা মুনাফার অংশ প্রদানের আদেশ দিতে পারিবে এবং লঙ্ঘন কাজে ব্যবহৃত লেবেল ও মার্কসমূহ বিনষ্ট বা মুছিয়া ফেলা বা সরাইয়া নেওয়া বা না নেওয়ার আদেশও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।		সভায় আলোচনান্তে বিধানটি অপরিবর্তিত রাখিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: ৯৭। (১) ধারা ৯৬ এ বর্ণিত ট্রেডমার্ক লঙ্ঘন বা ট্রেডমার্ক চালাইয়া দেওয়া সংক্রান্ত মামলায় আদালত প্রতিকার হিসেবে যে কোন ধরনের নিষেধাজ্ঞা ও অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ এবং বাদীর অভিপ্রায় অনুসারে ক্ষতিপূরণ বা মুনাফার অংশ প্রদানের আদেশ দিতে পারিবেন এবং লঙ্ঘন কাজে ব্যবহৃত লেবেল ও মার্কসমূহ বিনষ্ট বা মুছিয়া ফেলা বা সরাইয়া নেওয়া বা না নেওয়ার আদেশও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে। (২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আদালত নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ বা মুনাফার অংশ প্রদানের আদেশ দিতে পারিবে না- (ক) ট্রেডমার্কের লঙ্ঘন সার্টিফিকেশন ট্রেডমার্ক সম্পর্কিত হইলে; বা (খ) ট্রেডমার্ক লঙ্ঘনের কোন মামলায় যদি বিবাদী আদালতকে এই মর্মে সন্তুষ্ট করিতে পারে যে,- (অ) যখন হইতে তর্কিত ট্রেডমার্ক ব্যবহার করিতে শুরু করিয়াছিলেন তখন তাহার জানা বা বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল না যে, বাদীর ট্রেডমার্ক নিবন্ধন বহির অন্তর্ভুক্ত ছিল বা বাদী উক্ত ট্রেডমার্কের একজন নিবন্ধিত ব্যবহারকারী; বা (আ) ট্রেডমার্কে বাদীর অধিকার এবং অধিকারের প্রকৃতি সম্পর্কে জানিবার সঙ্গে সঙ্গে উহাদের ব্যবহার বন্ধ করিয়া দিয়াছেন; (গ) ট্রেডমার্ক চালাইয়া দেয়া সংক্রান্ত মামলায় যদি বিবাদী আদালতকে এই মর্মে সন্তুষ্ট করিতে পারে যে,- (অ) যে সময় হইতে তিনি অভিযুক্ত ট্রেডমার্ক ব্যবহার করা শুরু করিয়াছিলেন, সে সময় বাদীর ট্রেডমার্ক ব্যবহার করা হইত বলিয়া তিনি জানিতেন না এবং বিশ্বাস

আইনের ধারা	প্রস্তাবিত ট্রেডমার্ক (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
			করিবার যুক্তিসংগত কারণও ছিল না; এবং (আ) যখন হইতে বাদীর ট্রেডমার্কের উপস্থিতি ও উহার প্রকৃতি সম্পর্কে জানিতে পারিয়াছেন তখন হইতে উক্ত ট্রেডমার্ক ব্যবহার করা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। (৩) আমদানিকৃত পণ্যে লঙ্ঘনের অভিযোগ থাকিলে সেই পণ্য কাস্টম খালাসের পর বাণিজ্যিক চ্যানেলে প্রবেশের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করিতে পারিবেন।
ধারা ৯৭ক সংযোজন	ট্রেডমার্ক সংক্রান্তবিশেষ আদালত গঠনঃ সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা ট্রেডমার্ক সংক্রান্ত বিশেষ আদালত গঠন করিতে পারিবে। এই বিশেষ আদালতকে সরকার আইনে বর্ণিত জেলা আদালতের ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন। এই বিশেষ আদালতের গঠন প্রক্রিয়া ট্রেডমার্ক বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত হইবে।	সভায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/ সংস্থার প্রতিনিধিগণ বিশেষ আদালতের বিষয়ে বিধিমালায় বিস্তারিত রাখিবার সুপারিশ করেন। এই বিষয়ে অধিকতর আলোচনার জন্য সুপারিশ করা হয়।	সভায় আলোচনান্তে বিধানটি অপরিবর্তিত রাখিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: **ট্রেডমার্ক সংক্রান্ত বিশেষ আদালত গঠন** ৯৭ক। সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ট্রেডমার্ক সংক্রান্ত বিশেষ আদালত গঠন করিতে পারিবে। এই বিশেষ আদালতকে সরকার আইনে বর্ণিত জেলা আদালতের ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন। এই বিশেষ আদালতের গঠন প্রক্রিয়া ট্রেডমার্ক বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত হইবে।
ধারা ১০৯ এর পুনর্লিখন		**মিথ্যা ট্রেডমার্কযুক্ত আমদানিকৃত পণ্যের বিষয়ে তথ্যাদি তলবের ক্ষমতা** - ১০৯। (১) যেক্ষেত্রে Customs Act, 1969 (Act IV of 1969) এর section 15 এর clause (d), (e) এবং (f) এর অধীন বাংলাদেশে পুনঃআমদানি করা নিষিদ্ধ এবং আটক ও বাজেয়াপ্তিযোগ্য কোন পণ্য আমদানি করা হয়, সেক্ষেত্রে পণ্যের বাংলাদেশে প্রবেশ বন্দরে এখতিয়ার প্রয়োগকারী শুল্ক বিভাগের কমিশনার যদি কাহারো আবেদন প্রাপ্তির পর যুক্তিসঙ্গত কারণে বিশ্বাস করেন যে, উক্ত ট্রেডমার্ক একটি	সভায় আলোচনান্তে বিধানটি নিম্নোক্ত ভাবে পুনর্লিখনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: ১০৯। (১) (ক) এই আইনের ধারা ২৭ এর সাপেক্ষে ধারা ২৬ এ বর্ণিত ট্রেডমার্ক লঙ্ঘিত পণ্য বাংলাদেশে আমদানি বা রপ্তানি করা যাইবে না। (খ) উপধারা ১ এর দফা (ক) এর ট্রেডমার্ক লঙ্ঘিত পণ্য আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে কাস্টমস আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৭ এবং ধারা ১৭১ এর বিধানানুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে। (গ) শুল্ক বিভাগের কমিশনার আবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে বা যুক্তিসঙ্গত কারণে যদি বিশ্বাস করেন যে, ট্রেডমার্ক লঙ্ঘিত পণ্য আমদানি ও রপ্তানি হইতেছে, তাহা হইলে তিনি উক্ত

আইনের ধারা	প্রস্তাবিত ট্রেডমার্ক (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
		মিথ্যা ট্রেডমার্ক হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে, তাহা হইলে তিনি উক্ত পণ্যের আমদানিকারক বা তাহার প্রতিনিধিকে উক্ত পণ্য সংক্রান্ত দলিলাদি এবং উক্ত পণ্য প্রেরণকারী ও প্রাপকের নাম ও ঠিকানা দাখিলের নির্দেশ দিতে পারিবেন। (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কমিশনারের আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে আমদানিকারক বা তাহার প্রতিনিধি উহা দাখিল করিতে ব্যর্থ হইলে তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। (৩) উক্ত শুল্ক-কমিশনার আমদানিকারক বা তাহার প্রতিনিধির নিকট হইতে প্রাপ্ত মিথ্যা ট্রেডমার্ক ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য ট্রেডমার্কের নিবন্ধিত স্বত্বাধিকারী বা নিবন্ধিত ব্যবহারকারীকে জানাইয়া দিতে পারিবেন। **আলোচ্য ধারাটি ডিপিডিটি কর্তৃক পুনর্লিখনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেই মোতাবেক ধারাটি পুনর্লিখিত হল।**	পণ্যের আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক বা তাহার প্রতিনিধিকে উক্ত পণ্য সংক্রান্ত দলিলাদি এবং উক্ত পণ্য প্রেরক ও প্রাপকের নাম ও ঠিকানা দাখিলের নির্দেশ দিতে পারিবেন। (ঘ)শুল্ক-কমিশনার, আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক বা তাহাদের প্রতিনিধির নিকট হইতে প্রাপ্ত ট্রেডমার্ক লঙ্ঘিত পণ্য ব্যবহারের তথ্য ট্রেডমার্কের নিবন্ধিত স্বত্বাধিকারী বা নিবন্ধিত ব্যবহারকারীকে এবং পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে অবহিত করিবেন এবং প্রয়োজনে তা যাচাই করিবেন। (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কমিশনারের আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে আমদানিকারক বা তাহার প্রতিনিধি উহা দাখিল করিতে ব্যর্থ হইলে তিনি অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। (৩) উক্ত শুল্ক-কমিশনার আমদানিকারক বা তাহার প্রতিনিধির নিকট হইতে প্রাপ্ত মিথ্যা ট্রেডমার্ক ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য ট্রেডমার্কের নিবন্ধিত স্বত্বাধিকারী বা নিবন্ধিত ব্যবহারকারীকে জানাইয়া দিতে পারিবেন।
ধারা ১১৭ এর সংশোধন	এই আইনের অধীন আবেদন,আন্তর্জাতিক আবেদন ও নিবন্ধনসহ অন্যান্য বিষয়ে সরকার, নির্ধারিত পদ্ধতিতে ফি আদায় করিতে পারিবে।	সভায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/ সংস্থার প্রতিনিধিগণ বিষয়টি মাদ্রিদ প্রটোকল এর প্রয়োগের সাথে সম্পর্কিত বিধায় বিধানটি অপরিবর্তিত রাখার বিষয়ে আলোচনা করেন।	সভায় আলোচনান্তে বিধানটি নিম্নোক্ত ভাবে পুনর্লিখনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: ১১৭। (১) এই আইনের অধীন আবেদন, আন্তর্জাতিক আবেদন ও নিবন্ধনসহ অন্যান্য বিষয়ে সরকার, নির্ধারিত পদ্ধতিতে ফি আদায় করিতে পারিবে। (২) মহাপরিচালক কর্তৃক কোন কার্য সম্পাদনের জন্য ফি প্রযোজ্য হইলে, তাহা পরিশোধ না করা পর্যন্ত, মহাপরিচালক উক্ত কার্য সম্পাদন করিবেন না। (৩) ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রিতে কোন দলিল দাখিল বাবদ ফি প্রযোজ্য হইলে, উক্ত

আইনের ধারা	প্রস্তাবিত ট্রেডমার্ক (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
			ফি পরিশোধ না করা পর্যন্ত, অনুরূপ দলিল দাখিল করা হয় নাই বলিয়া গণ্য হইবে।
ধারা ১১৮ এর উপধারা (৩) সংশোধন	Customs Act, 1969 এর পরিবর্তে কাস্টমস আইন, ২০২৩ প্রতিস্থাপিত হইবে।	সভায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/ সংস্থার প্রতিনিধগণের আলোচনার প্রেক্ষিতে কাস্টমস আইন, ২০২৩ প্রতিস্থাপন করার সুপারিশ করা হয়।	সভায় আলোচনান্তে বিধানটি নিম্নোক্ত ভাবে পুনর্লিখনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: ১১৮। (১) এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বাংলাদেশে বসবাসকারী মালিকের কোন কর্মচারী মালিকের নির্দেশানুযায়ী সরল বিশ্বাসে কোন কাজ করিলে এবং বাদী বা তাহার পক্ষে কার্যরত ব্যক্তির চাহিদা মোতাবেক উক্ত মালিক ও তাহার নির্দেশাবলী সম্পর্কে তথ্য প্রদান করিলে, তাহাকে কোন মামলা বা কার্যধারায় দন্ডিত করা যাইবে না। (২) এই আইন কোন ব্যক্তিকে এমন কোন মামলা বা অন্য কোন কার্যধারা হইতে অব্যাহতি প্রদান করিবে না, যাহা এই অধ্যাদেশ প্রণীত না হইলে, তাহার বিরুদ্ধে রুজু করা যাইত। (৩) এই আইনের কোন কিছুই কোন ব্যক্তিকে কোন তথ্য উদঘাটন বা কোন মামলা বা অন্যবিধ কার্যধারায় কোন প্রশ্নের জবাব প্রদান না করিবার অধিকার প্রদান করিবে না, কিন্তু এইরূপ তথ্য বা জবাব প্রদান এই আইনের দশম অধ্যায়ের অধীন অথবা কাস্টমস আইন, ২০২৩ এর ধারা ১৭ এর উপধারা (১) এর দফা ঙ, চ এবং ছ -এর অধীন কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে না।

০৩। আলোচনা শেষে সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১৩/১/২০২৫

(মো: ওবায়দুর রহমান)
সচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়